মেহেরপুর বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বৃদ্ধি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বর্ধিত করা হয়েছে। মেলার শেষ দিনে স্টলগুলোতে অংশগ্রহণকারী নার্সারী মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মৌখিকভাবে এই ৭ দিন মেয়াদ বর্ধিত করেন।

মেহেরপুর বন কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃক্ষ মেলায় অংশ নেওয়া স্টল মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী ৭ দিন মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন জেলা প্রশাসক।

বৃক্ষ মেলাটি গত ২৮ জুলাই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপনি হওয়ার কথা ছিল। বৃক্ষ মেলার মেয়াদ বর্ধিত করায় আগামী ১০ আগষ্ট শেষ হবে।

মেহেরপুরে দুই বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল কেড়ে নিল কলেজ ছাত্রের প্রাণ

দুই মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতি কেড়ে নিলো কলেজ ছাত্র ইমন হোসেনের (২০) জীবন। এঘটনায় জুল হোসেন (২২) ও মিঠু (২২) নামের আরো দুই যুবক আহত হয়েছেন। আহতদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ইমন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইসলাম আলীর ছেলে সে মেহেরপুর পৌর কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র। আহতরা হলেন, গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইয়াসিন

আলীর ছেলে জুল হোসেন (২২) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের মতলেব হোসেনের ছেলে শিলন (১৭)।

আহত শিলন কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী। বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় গাঁড়াবাড়িয়া-কাথুলি সড়কের জালালের পাকড়তলা নামক স্থানে বিপরীত থেকে আসা দ্রুতগামী দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেলের তিন আরোহী মারাত্বক আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। পরে তাদের অবস্থার অবনতি হলে তিনজনকেই কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় মিরপুরের মধ্যে মারা যায় ইমন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় কাথুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

গাংনী থানা পুলিশ ও গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে উত্তেজনাকর খেলায় ট্রফি নিলেন থানা পুলিশ

পেশায় তারা চিকিৎসক ও বাংলাদেশ পুলিশ। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ তারা। ২৪ ঘন্টায় নিবীড় দায়ীত্ববোধ ও কর্তব্য পালন করাই যাদের পেশা। বিনোদন যেনো তাদের কাছে সোনার হরিণ।

যারা বিনোদন দিয়ে থাকেন তাদের নিরাপত্তা দেন পুলিশ। সেই বিনোদন যেনো বিষাদে পরিণত না হয় সে দায়ীত্বও পালন করেন উভয় পেশার মানুষ। বুধবার গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাঠে বিকালটাতে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ দর্শক।

স্থানীয় একটি যুব সংগঠণের আয়োজনে দর্শক নন্দিত ফুটবল টূর্ণামেন্টে অংশ নেয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র বনাম গাংনী থানা পুলিশ। শুধু দায়ীত্ব আর কর্তব্য নয়, এবার তারাও মাঠে নেমে হাজারো দর্শক মাতালেন চিকিৎসক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।

তার মাঠ কাপালেন ৯০ মিনিট সময় ধরে। চিকিৎসক ও পুলিশের এই ফ্রেন্ডশীপ টূর্ণামেন্টের উত্তেজনায় মেতেছিলেন এলাকার হাজারও দর্শক। মাঠে ছিল দর্শকদের উচ্ছাসিত করতালি আর মূহূর্মহু শ্লোগান। খেলার প্রথমার্ধে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষে একটি গোল করে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুর ও চিকিৎসকের পক্ষে একটি গোল করেন গাংনী হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মারুফ। খেলাটি ১-১ গোলে খেলাটি ড্র হলে পরে ট্রাইব্রেকারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন খেলার রেফরি।

ট্রাইব্রেকারে গাংনী হাসপাতাল একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ট্রফি জিতে নেন গাংনী থানা পুলিশ একাদশ। খেলায় গাংনী থানা পুলিশ একাদশের রক্ষনভাগের খেলোয়াড় উপপরিদর্শক (এসআই) নুর ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুলসহ অন্যান্যরা। খেলা শেষে বিজয়ী ট্রফি গ্রহণ গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরের সেই কল্লোলই বাংলাদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞান লেখক

মেহেরপুর শহরের সেই কল্লোলই আজকের খ্যাতিমান বিজ্ঞান লেখক ও সুবক্তা। খ্যাতিমান এই বিজ্ঞান লেখক শুধু এলাকার নয়, তাকে নিয়ে

গর্ব করে পুরো বাংলাদেশ। শৈশব ও কৈশরে এম এ ওহাব কল্লোল ছিলেন মেহেরপুর শহরের শান্ত ও নম্র স্বভাবের একটি ছেলে। তাই তাকে সবাই আদর করতো।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর শহর মেহেরপুরের আলো বাতাসেই বেড়ে ওঠেন তিনি। স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেনীতে উন্নীত হয়ে ভর্তি হন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে এসএসসি এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এসসি পাশ করেন।

পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে এম.এসসি শেষ করেন এই কির্তিমান। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কর্মজীবন শুরু করেন সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালক পদ থেকে অবসর নিয়ে ঢাকাতেই অবস্থান করছেন।

এম এ ওহাব কল্লোল তার কর্মময় জীবনে ব্যাস্ততম সময় পার করলেও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করেছেন বেশ কিছু বই। তিনি লিখেছেন ইলেকট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন এবং বায়োমেডিকেলের ওপর ৪টি টেক্সট বুক।

শিশুদের জন্য লিখেছেন বিজ্ঞানভিত্তিক ৪টি বই, এগুলো হচ্ছে-‘রোবোটের রাজ্যে’, ‘কী আছে মঙ্গলগ্রহে’, ‘সময় ও ঘড়ি’ এবং ‘বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা’। অফিসের কর্মব্যস্ততা থাকলেও বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞান, পরিবেশ, বায়োমেডিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ে তিনশো’র বেশি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তার লেখাগুলো শুরুই হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়ে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার লেখালেখির মধ্য দিয়ে। এম এ ওহাব দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের সাথে জড়িত। এম এ ওহাব ও বাংলাদেশ বেতার অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত। ২০০৮ সাল থেকে তিনি বেতারের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পান্ডুলিপি রচনা করেছেন।

শুধু রচনা করেননি, সেগুলো পাঠ করে আসছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা উৎসব নিয়ে তার লেখা প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৮◌ঃ৩০-এ বেতারের ম্যাগাজিন দর্পণে প্রচার হয়। একই সময় শনিবার ‘ধরিত্রী কথা’ নামে বিজ্ঞানের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ও বিজ্ঞান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও বেতারের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তার অংশগ্রহণ রয়েছে। বিটিভিতেও মহাবিশ্বের পথে পথে অনুষ্ঠানে তিনি। বাংলাদেশ বেতারের আলোচনায় মহাকাশ ও বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন তিনি। শিশুদের জন্য বিজ্ঞানের ওপর বই প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কর্মজীবনে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন। ঢাকাতে বসবাস করলেও মেহেরপুর ও এ অঞ্চলের মানুষের জন্য তার অগাদ ভালোবাসা রয়েছে। সুযোগ পেলেই ছুটে যান সেই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিবিজরিত মেহেরপুরে।

মুজিবনগরে বাগানের মধ্যে দিয়ে ট্রলি নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় বাগান মালিককে কুপিয়ে জখম

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুরে নিজস্ব লিচু বাগানের ক্ষতি করে ভিতর দিয়ে ট্রলি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাগান মালিক ও ব্যাবসায়ী জিয়াউর রহমান মোল্লা নামের একজনকে কুপিয়ে জখম করেছে শিবপুর গ্রামের মুজিবর রহমান ও তাঁর লোকজন ।আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা ভবানীপুর গ্রামের মৃত আহসান আলী মোল্লার ছেলে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে বাগান মালিক জিয়াউর রহমান মোল্লার নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা জানান প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও তিনি তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সে বসে ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে আচমকা শিবপুর গ্রামের রহমত আলীর ছেলে মজিবার ও আজাদের ছেলে হালিম এবং মতি গাজির ছেলে ফয়সাল সঙ্গীয় লাঠিয়াল বাহিনী দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাকে মারপিট করে এবং কুপিয়ে জখম করে আমার

কাছ থাকা ২৫ হাজার ১০০ টাকা ছিনতায় করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত জিয়াউর রহমানের বড় ভাই হালিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে আমি সহ আশে পাশের লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার ভাই জিয়াউর রহমান পড়ে আছে আমি স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি এবং তার চিকিৎসা করি।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, জিয়াউর রহমান মোল্লার হাত কেটে যাওয়ায় ছয়টি সেলায় দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিবপুর গ্রামের মতি গাজীর ছেলে ফয়সাল হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা কচুর ব্যবসা করি। জিয়া মোল্লার বাগানের আইল দিয়ে ট্রলি যাওয়া আসা করে। ঘটনার দিন ট্রলি দিয়ে কচু আনতে যাওয়ার সময় জিয়া মোল্লা টলির চাকা এবং বেল্ট ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয়। আমরা এ বিষয়ে তার কাছে জানতে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের মারতে আসে এ সময় দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে স্থানীয়রা এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয়। এ সময় আমরা চলে আসি। জিয়া মোল্লা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে যে হাতে কোপ মেরে কেটে দেওয়া হয়েছে এবং টাকা ছিনতাই করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এরকম কোন ঘটনা সেখানে ঘটেনি। সে নিজেই নিজের হাত কেটে আমাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাচ্ছে।

হামলার ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের বলেন,বিষয়টি শুনেছি এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।এখনো কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে রতনপুরে চার্চ অব বাংলাদেশের সেলাই মেশিন বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার রতনপুরে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে মহিলাদের মাঝে চার্চ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মধ্য ও দক্ষিণ বাংলাদেশ শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের আয়োজনে, রতনপুরে মধ্য ও দক্ষিণ বাংলাদেশ শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের সেমিনার কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প সভাপতি রেফারেন্স লরেন্স মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, স্থানীয় পুরোহিত রেভা: কর্নেলিয়াস মন্ডল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জেমস প্রবীর সরকার, প্রকল্প কমিটির সদস্য অসিত মল্লিক এবং মাধবী মন্ডল।

অনুষ্ঠানে মহিলাদের আয়বর্ধক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৫ জনকে কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় এসব সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বিষ প্রয়োগ করে পুড়িয়ে দিল কৃষকের ধান

মেহেরপুর সদরের ঝাউবাড়িয়া মাঠে বিরোধপুর্ণ জমির ধানক্ষেতে আগাছা নাশক প্রয়োগ করে সমস্ত ক্ষেত বিনষ্ট করেছে প্রতিপক্ষরা। এতে জনৈক শহিদুল ইসলামের ১০ কাঠা জমির ধানক্ষেত সম্পুর্ণ বিনষ্ট হয়। মঙ্গলবার দুপুরে প্রকাশ্যে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন মেহেরপুর শহরের হাফিজুর ও তার লোকজন।

জমির ওয়ারিশ সুত্রে দাবিদার গোলাম মোস্তফা জানান, জমির প্রকৃত মালিক আহম্মদ আলী। তিনি মারা যাবার পর তার স্ত্রী সুর্য বিবি ও ছোট ছেলে ইউনুস আলী সমস্ত জমি বিভিন্ন জনের কাছে বিক্রি করেন। তার একটি অংশ ক্রয় করেন মেহেরপুরের হাফিজুর রহমান। কিন্তু ওই সকল জমির আরো ওয়ারিশ থেকে যায়। সে সকল ওয়ারিশদের একজন গোলাম মোস্তফা । তিনি ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের কাছে ১০ কাঠা বিক্রি করলে তিনি সম্প্রতি ওই জমিতে ধান রোপন করেন।

এদিকে ক্রয় সুত্রে দাবিদার হাফিজুর ওই জমিতে রোপনকৃত ধানক্ষেত আগাছা নাশক ছিটিয়ে বিনষ্ট করে। হাফিজুল ইসলাম ও তার লোকজন প্রকাশ্য দিবালোকে দেশিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আগাছানাশক প্রয়োগ করলেও ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষয় ক্ষতির পরিমান অন্ততঃ ১০ হাজার টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষেতমালিক।

কুতুবপুর ইউপি মেম্বর আরিফুল ইসলাম জানান, ক্রয়সুত্রে ওই জমি হাফিজুর রহমান ২০ বছর যাবত ভোগ দখল করে আসছেন। সম্প্রতি জমির কাগজপত্র যাচাই করে আহম্মদ আলীর ওয়ারিশগণ সম্পত্তির মোটা অংশ পাবেন বলে দাবি করেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। বেশ কয়েকবার সালিশ বৈঠকের কথা থাকলেও কেউ সালিশে উপস্থিত হননি। ফলে আপোশ মিমাংসার বিষয়টি স্থগিত রয়ে যায়। ইতোমধ্যে ধানক্ষেত বিনষ্ট করার ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে জমির কথিত মালিক হাফিজুরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে আদালতে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওয়ারিশ সুত্রে দাবিদার গোলাম মোস্তফা।

৪৩ হাজার টাকা ও ১৪ টি মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন মালিকরা

মেহেরপুরে বিকাশে প্রতারনা ও ভুলক্রমে চলে যাওয়া ৫ জন ভিকটিমের তেতাল্লিশ হাজার টাকা ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১৪ টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদেরকে হস্তান্তর করেছে মেহেরপুর পুলিশ বিভাগ।

আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম মালিকদের হাতে হারানো টাকা ও মোবাইল ফোন তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ জামিরুল ইসলামসহ

অন্যান্য পুলিশ অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিকাশে ভুল ক্রমে টাকা চলে যাওয়ায় ও মোবাইল ফোন হারানোর ফলে ভিকটিমরা বিভিন্ন থানায় জিডি করেন। মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গঠিত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ৫ জনের নগদ ৪৩ হাজার টাকা ও ১৪ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন।

উদ্ধারকৃত টাকা ও মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে ভুক্তভোগীরা বাংলাদেশ পুলিশ এবং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাংনীতে আগষ্ট মাস উপলক্ষে শোক দিবসের প্রস্তুতি সভা

৫ ই আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী, ৮ ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্ নেছা মুজিব এর ৯২ তম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজনে আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম

বাবু, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, আওয়ামীলগি নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু।

এছাড়া সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

মারামারি মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী জসিম উদ্দীন (৪২)কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। জসিম উদ্দীন মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে পুলিশ জসিমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। মারামারির অভিযোগে জিআর ৪৭/১৬ নং মামলায় জসিম উদ্দীনকে এক বছর কারাদন্ড প্রদান করেন। এসময় জসিম পলাতক ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত জসিমকে আজ বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।